একুশের বইমেলা

ভাষাশহীদদের স্মৃতিবিজড়িত ফেব্রুয়ারি মাসে অমর একুশে গ্রন্থমেলা বা একুশের বইমেলা অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে বিগত কয়েক দশক ধরে। এটি এখন ঐতিহ্যে পরিণত এবং দেশের সবচেয়ে বড় সাংস্কৃতিক ইভেন্ট। ঢাকার বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গণ ও সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে অনুষ্ঠিত এই মেলায় শুধু বই সংগ্রহ নয় নানা আয়োজনে যোগ দিতে সারাদেশ থেকেই আসেন মানুষ। ফেব্রুয়ারির প্রথম দিন থেকে মাসব্যাপী বইমেলা অনুষ্ঠিত হওয়া এখন রেওয়াজেই পরিণত। তবে এবার ঘটল কিছুটা ব্যতিক্রম। ভাষার মাসের একেবারে শেষে এসে শুরু হলো মেলা। আর মাসব্যাপী নয়, এটি হবে পক্ষকালব্যাপী। অবশ্য এর আগেও কোভিড মহামারিকালে বইমেলার সময়ে পরিবর্তন এসেছিল। এবার অন্তর্বর্তী সরকারের নির্দেশেই জাতীয় নির্বাচনের আগে বইমেলার উদ্বোধন থেমে থাকে। নির্বাচনের পরে দুই দফা তারিখ পরিবর্তনের পরে ২৬ ফেব্রুয়ারি বইমেলা শুরু হয়েছে। বলা দরকার পবিত্র রমজানের মধ্যে বইমেলার আয়োজন নিয়ে প্রকাশকদের মধ্যেও মতভেদ ছিল। এতে ব্যবসায় ক্ষতির সম্মুখীন হবেন বলে ঈদের পরে বইমেলা আয়োজনের দাবি জানিয়ে আসছিলেন 'প্রকাশক ঐক্য'। যদিও প্রকাশক ছাড়াও লেখক-পাঠকদের বড় অংশেরই ধারণা যথানিয়মে ফেব্রুয়ারির প্রথম দিন থেকেই বইমেলার আয়োজন করা যেত, প্রয়োজনে নির্বাচনের জন্য দুদিন বিরতি থাকতো। সেক্ষেত্রে কোনো পক্ষেরই কোনো আপত্তি থাকত না এবং এতে করে নিয়মের ধারাবাহিকতাও বজায় রাখা যেত। যাহোক শেষ পর্যন্ত বইমলোর উদ্বোধন হয়েছে এবং রীতি অনুযায়ী প্রধানমন্ত্রীই এটি উদ্বোধন করেছেন।

একুশের বইমেলা জাতির সৃষ্টিশীলতার চর্চা ও পাঠাভ্যাসের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সংযুক্ত। সে কারণেই বইমেলাকে সর্বাঙ্গীণ সুন্দর ও তাৎপর্যপূর্ণ করে তোলা চাই

বইমেলা উদ্বোধনকালে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান যথার্থই বলেছেন, আমাদের বইমেলা আমাদের মাতৃভাষার ভাষার অধিকার আদায় এবং বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠার স্মারক হিসেবে চিহ্নিত। তবে প্রতি বছর মেলার আকার আয়তন বাড়লেও সেই হারে গবেষণাধর্মী বই প্রকাশিত হচ্ছে কিনা, কিংবা মানুষের বই পড়ার অভ্যাস বাড়ছে কিনা এই বিষয়গুলো নিয়েও বর্তমানে চিন্তা ভাবনার অবকাশ রয়েছে।

প্রধানমন্ত্রীরই প্রদত্ত তথ্যে আমরা জানলাম, বিশ্বের ১০২টি দেশের নাগরিকদের পাঠাভ্যাস নিয়ে একটি জরিপ প্রকাশিত হয়েছিল। অস্ট্রেলিয়াভিত্তিক সিইও ওয়ার্ল্ড ম্যাগাজিন জরিপের ফলাফল বলছে, যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকরা বই পড়ার শীর্ষে রয়েছেন। তালিকার সর্বনিম্নে রয়েছে আফগানিস্তান। বইপ্রেমীদের এই তালিকায় ১০২টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ৯৭তম। বাংলাদেশের একজন মানুষ গড়ে বছরে তিনটির মতো বই পড়েন। বই পড়ার পেছনে বছরে ব্যয়

করেন মাত্র ৬২ ঘণ্টা সময়। বিষয়টি সত্যিই দুঃখজনক।
মানসম্পন্ন, সুসম্পাদিত গভীর জ্ঞানসম্পন্ন বই আরও বেশি করে প্রকাশিত হোক, এটিই চাওয়া। রোজার মধ্যে বইমেলাকে সফল করে তোলা চ্যালেঞ্জ হয়ে উঠতে পারে। তবে সব পক্ষেরই আন্তরিকতা, সদিচ্ছা ও একনিষ্ঠ উদ্যোগে বইমেলা অনেকটাই সফল হবে বলে প্রত্যাশা। মনে রাখতে হবে বইমেলা কেবল বই বিক্রির স্থান নয়, এটি লেখক-পাঠকদের মিলনস্থল ও প্রাণের মেলা। পাঠাগারগুলো বছরভর সংগ্রহের জন্য এই মেলা থেকেই নতুন বইয়ের তালিকা যাচাই-বাছাই এবং বইসমূহ হাতে নিয়ে দেখার সুযোগ গ্রহণ করেন। তাই একুশের বইমেলা জাতির সৃষ্টিশীলতার চর্চা ও পাঠাভ্যাসের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সংযুক্ত। সে কারণেই বইমেলাকে সর্বাঙ্গীণ সুন্দর ও তাৎপর্যপূর্ণ করে তোলা চাই।